দৈনিক খবর

তারিখ 03 MAY 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

026

চট্টগ্রাম ভার্সিটির ভিসি'র পদত্যাগ

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

চট্টগ্রাম, ২রা মে।— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী কর্তৃপক্ষের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

ইংরেজী বিষয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আলী ১৯৮৫ সালে উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন। তিনি সিনেটের ভোটে নির্বাচিত প্রথম উপাচার্য। তার যোগদানের পর থেকে শিক্ষকরা কার্যতঃ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ছাত্রদের বড় অংশটিই তার পদত্যাগ দাবী করে আসছেন। ছাত্র শিবিরকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন বলে সাধারণ ছাত্রদের পক্ষ থেকে উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের জন্য দায়ী করে কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষতা কামনা করেছে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীর পদত্যাগপত্র পেশ সম্পর্কে রেজিস্ট্রারের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন,

৩-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রাম ভার্সিটির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট কিছু জানতে পারেননি। উপ-উপাচার্যের বাসায় টেলিফোনে বার বার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া সম্ভব হয়নি।

আগামী '৮৯ সালের ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীর উপাচার্যের পদে আসীন থাকার কথা ছিল।

ঢাকা থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী গত ৩০শে এপ্রিল চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি এরশাদের বরাবরে প্রদত্ত এক পত্রে উপাচার্য পদ থেকে তার পদত্যাগের কথা বলেছেন। শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদের মাধ্যমে এই পদত্যাগপত্র পেশ করা হয়।

সরকারী একটি অত্যন্ত দায়িত্বশীল সূত্রে আরও জানা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক গোলযোগ, সংঘর্ষ ও প্রাণহানির প্রেক্ষাপটে তিনি আর উপাচার্য পদে থাকা সমীচীন মনে করেন না বলেই পদত্যাগ করছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার মাহমুদ বর্তমানে চট্টগ্রামে রয়েছে। অন্য কাজের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিও তার এই সফরের কারণ বলে জানা যায়।

গতকাল মধ্যরাতে চট্টগ্রামে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি উপাচার্যের পদত্যাগ সম্পর্কে কিছু বলতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন।